BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় আষাঢ়, ১৪৩১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
আবেদন (সম্পাদকীয়)	৩
ড. রেশমী সরকার	৪
স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন	
ড. মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯
বই নির্মাণের প্রাথমিক দু-চার কথা	
ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়	১১
আন্তঃবিভাগীয় বিষয় হিসাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান	
সত্যব্রত ঘোষাল	১৬
ভারত আমার ভারতবর্ষ : বই-চিত্র ও বৈচিত্র্য	
গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ	২২
পরিষদ কথা	২৩
শোকসংবাদ	৮
English Abstract (Vol.-73, No.4, July2023)	২৫

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাকআপ দেওয়া, ব্যাকআপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। আবেদন ।।

আবেদনটি রাজ্যের সমস্তধরনের গ্রন্থাগারিক (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী, সংগঠক প্রত্যেকের প্রতি। সকলেই অবগত আছেন ১৯৭৯ সালে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়। তারপর ৪৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার পর বহু সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং সাথে সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বহু ছাত্র/ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে কাজ পেয়েছিলেন। এদের অনেকেই এখন অবসরপ্রাপ্ত। বর্তমানে রাজ্যে বহু গ্রন্থাগার যেমন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, তেমনি বহু পদ শূন্য। গ্রন্থাগার কর্মীর অভাবে যেমন গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে তেমনি গ্রন্থাগারের বহু সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। এসব তথ্য বহুদিন ধরে চর্চিত হচ্ছে। আমাদের আবেদন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় যে সকল গ্রন্থাগারিক (অবসর প্রাপ্ত বা কর্মরত), এবং গ্রন্থাগার কর্মী আছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ যারা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে ভালোবাসেন তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন। প্রত্যেক মানুষকে বোঝান গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা। প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় সেই সব মানুষকে আনার চেষ্টা করুন যারা প্রথাগত শিক্ষার বাইরে আছেন। মাঝে মাঝে শোনা যায় গ্রন্থাগারে পাঠক নেই। মানুষ বই পড়ছে না। এটা ভুল ধারণা। মানুষ যেমন সশরীরে গ্রন্থাগারে আসছেন না তেমনি তারা গ্রন্থাগারের পরিষেবা অন্য উপায়ে গ্রহণ করছে। তবুও প্রত্যেক বাড়ীর ছাত্র/ছাত্রীরা এবং সাধারণ মানুষজন যাতে গ্রন্থাগারে আসেন বা বই পড়েন তার আবেদন করতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্ত জেলায় জেলা কমিটি নেই। যেখানে কোনো কমিটি নেই; সেখানে জেলা কমিটি তৈরি করতে হবে। আর যেখানে জেলা কমিটি আছে তাদেরকে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলতে হবে। এই প্রসঙ্গে জেলা কমিটির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের প্রতি আবেদন আপনারা স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে জেলাতে যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও খোলা আছে বা সম্পূর্ণভাবে খোলা নেই তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিকে লিখে পাঠান। আমরা গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে সকলকে এবং অবশ্যই সরকারকে অবহিত করতে পারবো যাতে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের সমর্থনে কোন অনুষ্ঠান, আলোচনা বা কোন কর্মসূচি নেওয়া হলে তা সমাপ্ত হওয়ার পর লিখিত রিপোর্ট গ্রন্থাগারে প্রকাশ করার জন্য পাঠান। যে সকল গ্রন্থাগারের শারীরিক অবস্থা ভালো নয় অথচ এখনও সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে সেই সব গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠান। প্রয়োজন হলে ছবি সমেত পাঠান। আমরা গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবো। পরিশেষে সরকারের কাছে আবদেন ৭৩৮টি পদের জন্য যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল তার ফলাফল অনেক জেলায় প্রকাশ হয়নি লোকসভার ভোটের জন্য। সেই সব জেলায় ফলাফল প্রকাশ করে শূন্যপদের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। এতে গ্রন্থাগার গুলোকে বাঁচানো যাবে। শুধু সাধারণ গ্রন্থাগার নয়, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগরের অবস্থাও একইরকম। সরকারের কাছে অনুরোধ তাদের অবস্থা বিবেচনা করে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হচ্ছে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলন বা গ্রন্থাগার আন্দোলনে বেশ কিছু বেসরকারি গ্রন্থাগার/স্বেচ্ছাসেবি গ্রন্থাগারের অবদান আমরা যেন ভুলে না যাই। এদের মধ্যে অনেকের শারীরিক/মানসিক অবস্থার সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলোতে লোকবলও কমে আসছে। এমনকি আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ। সরকারের কাছে আবেদন এই সকল গ্রন্থাগারের প্রতি সংবেদনশীল ভূমিকা গ্রহণ করুন। এতে যেমন বহু মূল্যের সম্পদ (বই বা পাণ্ডুলিপি বা অন্যান্য সামগ্রী) বাঁচবে তেমনি বহু সাধারণ মানুষ এদের পরিষেবা পেয়ে উন্নততর জীবন/জীবিকা লাভ করবে। আসুন আমরা সকলে এগিয়ে এসে গ্রন্থাগার বাঁচানোর চেষ্টা করি।

স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন

ড. রেশমী সরকার*

গ্রন্থাগারিক, বজবজ কলেজ

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মেলবন্ধন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক জটিল কাজকে সহজ করে দিয়েছে। তেমনি প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও অটোমেটিক সাইটেশন বা স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন এর ব্যবহার প্রবন্ধ রচয়িতার গ্রন্থসূত্র বা তথ্যসূত্রের তথ্যপঞ্জীকরণের কাজকে আরো অনেক সহজ করে দিয়েছে, শুধু তাই নয় তথ্যপঞ্জীকরণ এর জন্য ব্যয়িত সময়কে অনেক অংশে হ্রাস করেছে। এর ফলে লেখক তার অমূল্য সময় শুধুমাত্র তার লেখার মান উন্নয়নেই ব্যয় করতে পারবে। কাজেই বলা যায় যে যেসব লেখক তথ্যসূত্রে জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতেন তাদের কাছে এটি প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনের সাহায্যে লেখক শুধুমাত্র তার সময় শুধু বাঁচায় না তার প্রয়োজন মতো স্টাইল ম্যানুয়াল বা ব্যবহারিক শৈলী অনুযায়ী তথ্যসূত্র পেয়েও যান মুহূর্তের মধ্যেই যা তিনি ইচ্ছামতো কাগজে ছাপিয়ে ও নিতে পারেন।

এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন পদ্ধতি হল এমন একটি পদ্ধতি যাতে ব্যবহারকারি বিবলিওগ্রাফিক তথ্যসূত্র প্রদান করলে এবং কোন স্টাইল ম্যানুয়ালে এটি বিন্যস্ত হবে তার উল্লেখ করলেই মুহূর্তের মধ্যেই এটি বিবলিওগ্রাফিক তথ্যসূত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনকে বহুনামেই অভিহিত করা যায়। যেমন 'অটোমেটিক রেফারেন্স', 'সাইটেশন মেকার', 'অটোমেটিক সাইটেশন জেনেরেটর' বা 'সাইটেশন ম্যানেজার'। এখনও এর নির্দিষ্ট কোন পরিভাষার উদ্ভব হয়নি।

স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনের উদ্দেশ্যগুলি হল

- লেখকের সময় বাঁচানো
- দ্রুত রেফারেন্স প্রস্তুত করা
- প্রয়োজনীয় স্টাইল ম্যানুয়াল এর ব্যবহার
- গ্রন্থপঞ্জীর সাধারণ মান্যতা বজায় রাখা
- পূর্ব সংরক্ষিত তথ্য-র পুনরায় ব্যবহার সম্ভব এবং তার পরিবর্তন ও সম্ভব

স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন সাধারণ ভাবে তিন রকম পদ্ধতিতে করা যায়। যথা স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন সফ্টওয়ার ডাউনলোড করে বা অনলাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিন এর মাধ্যমে অথবা অফ্ লাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে।

বর্তমানে বাজারে অনেকগুলি স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন পদ্ধতি চালু থাকলেও এই প্রবন্ধে মূলত কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হল। এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন পদ্ধতি নির্বাচনের মাধ্যম হল এদের সহজ লভ্যতা। এগুলি হল—

১। স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন সফ্টওয়ার ডাউনলোড

এন্ডনোট http://endnote.com/downloads/styles

জাবরেফ http://jabref.sourceforge.net/

রেফওর্য়াকস http://www.refworks.com/content/about_us.asp

২। অনলাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিন

নাইট সাইট http://www.calvin.edu/library/knightcite/

ইজিবিব http://www.easyBib.com

সন অফ সাইটেশন মেশিন http://citationmachine.net/index2.php?page=about এবং

বিবমি http://www.bibme.org./about/

৩। অফ্লাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন

মাইক্রোসফ্ট ২০০৭ এর মাধ্যমে

নিম্নে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল

১। স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন সফ্টওয়ার ডাউনলোড

* Email : sreshmi2009@gmail.com
* দূরভাষ - ৯৯৩৩৮ ৩৯৬৭৪

এন্ডনোট http://endnote.com/downloads/styles

এটি তৈরি করেছে Thomson Reuters নামক একটি কোম্পানি ১৯৮৮ সালে। এটি মূলত বিবলিওগ্রাফি প্রস্তুত এর জন্য ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোসফ্ট উইনডোজ (Microsoft windows) এবং ম্যাক ওএসএক্স (Mac OSX) অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারীকে রেজিস্ট্রেসন করবার পর পাসওর্য়াড ব্যবহার করে প্রবেশ করতে হয়। ব্যবহারকারী রেফারেন্স তালিকা প্রস্তুত করবার জন্যে নিজেই বিবলিওগ্রাফিক তথ্য ইনপুট করতে পারে। অবশ্য এন্ডনোট সরাসরি লাইব্রেরি ক্যাটালগ এর সাথে সংযুক্ত যার ফলে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সহজেই সংযুক্ত করতে পারে। এটি APA, Chicago/Turabian, Harvard, Mla স্টাইল ম্যানুয়াল ছাড়াও আরো বহু স্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করতে পারে। ৩০ দিনের ট্রায়াল প্যাক পাওয়া যায়। এটি ফ্রী সফ্টওয়ার নয়।

জাবরেফ (JabRef) http://jabref.sourceforge.net/

২৯ নভেম্বর ২০০৩ সালে প্রকাশিত মরটেন ও অলভের (Morten O. Alver), নিয়ার ন বাটাদা (Nizar N. Batada) এবং আরও অনেকের সম্মিলিত প্রয়াস এর ফলই হল জাবরেফ। এটা ফ্রী বিবলিওগ্রাফিক ওপেন সোর্স সফ্টওয়ার। মাইক্রোসফ্ট উইনডোজ (Microsoft windows) এবং ম্যাক ওএসএক্স (Mac OSX), লিনাক্স (Linux), বিএস ডি (BS D), ঊনিক্স (Unix) কে অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি APA, Chicago/Turabian, Harvard, Mla স্টাইল ম্যানুয়াল ছাড়াও যেকোন BibTex স্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করা যায়। প্রায় ১৪ টি ভাষার বিবলিওগ্রাফিক রেফারেন্স এটার সাহায্যে করা যেতে পারে। জাবরেফ (Jabref) এর পুরো কথাটি হল J – Java, A – Alver, B – Batada Ref-Reference

রেফওর্য়াকস http://refworks.com/content/about_us.asp

রেফওর্য়াকস্ বাজারে এসেছে ২০০১ সালে। এটি মূলত ওয়েব বেসড রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট বিবলিওগ্রাফিক ডেটাবেস। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০০ রিসার্চার এটি ব্যবহার করে। রেফওর্য়াকস্ সংযুক্ত আছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা অনলাইন ইনফরমেশন সেবা দেয় এমন সংস্থার সাথে যেমন ProQuest, BioOne, EBSCO, Elsevier, H.W. wilson, ISI, OCLC, Ovid and Serial Solutions এর সাথে। তবে এটি ওপেন সোর্স এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এটি APA, Chicago/Turabian, Harvard, Mla স্টাইল ম্যানুয়াল ছাড়াও আরো বহুস্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করা যায়। মাইক্রোসফ্ট উইনডোজ (Microsoft windows) এবং ম্যাক ওএসএক্স (Mac OSX), লিনাক্স (Linux), বিএস ডি (BS D), ঊনিক্স (Unix) কে অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

২। অনলাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিন

নাইট সাইট[2]

২০০৪ সাল এর অগস্ট মাসে কেলভিন কলেজের ছাত্র জাস্টিন সেআরলস্ (Justin Searls) -এর এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনটি হেকম্যান গ্রন্থাগার কর্তৃক বিনামূল্যে মূলত গবেষণার ক্ষেত্রে ও একাদেমিক কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এর জনপ্রিয়তা খুবই বেশি। এর সাহায্যে সাইটেশন করবার জন্য প্রধানত তিনটি ফরম্যাটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে যথা MLA Style, APA Style এবং Chicago Style Manual। ব্যবহারকারীরা এই তিনটি ফরম্যাটের সাহায্যেই বিবলিওগ্রাফিক তথ্য প্রদান করলে ইঞ্জিন স্বয়ংক্রিয় ভাবে অনুরোধ অনুযায়ী বিবলিওগ্রাফিক তথ্যও প্রস্তুত করে।

এক নজরে নাইট সাইট —

- MLA Style, APA Style এবং Chicago Style Manual ব্যবহার করে
- ইলেক্টনিক বা প্রিন্ট মিডিয়া উভয়কেই সাইট করতে পারে
- ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ
- কপি এবং পেস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়
- প্রবন্ধের সাথে তথ্যসূত্রে সংযোগ সাধন করা যায়
- পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করা যায়
- পূর্ববর্তীকালে সংরক্ষিত তথ্য পরবর্তীকালে সংশোধন করা যায়
- এটি মূলত বর্ণমালা অনুযায়ী তথ্যসূত্র বিন্যাস করে

বিবমে[1]

বিনামূল্যে পাওয়া যায় এমন আরেকটি স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিন হল বিবমে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে কারনেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সিস্টেম ডিপার্টমেন্টের এক ছাত্রের প্রজেক্ট ওয়ার্ক ছিল এটি। এই সাইটেশন ইঞ্জিনটি মূলত Ruby on Rails এবং AJAX এর সাহায্য তৈরি। এটি প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সমস্যাহীন তথ্যসূত্র তৈরি করা।

এক নজরে বিবমে

- এটি ফরম্যাটিং বিষয়গুলির উৎস এবং নির্দেশিকার বিশদ বিবরণ দেয়
- ব্যবহারকারীর এক সাইটেশন বা বিষয় হিসাবে উল্লিখিত কোনো উদ্ধৃতিকে চিহ্নিত করতে পারে
- তথ্যসূত্রকে ব্যবহারকারী তার নিজের পচ্ছন্দমত সজ্জিত করতে পারে
- এটি ছবি, ইমেজ এমনকি ইন্টারনেট থেকে পাওয়া ছবিকেও সাইট করতে পারে
- এটি Auto-fill mode এবং Manual entry দুভাবেই পূরণ করা যায়
- Auto-fill mode এ প্রধানত ব্যবহৃত হয়
    1. Amazon.com
    2. Find Articles
    3. Yahoo! News
    4. Cite U Like Academic Papers
- এটির পর্যবেক্ষণ খুবই যত্ন সহকারে করা হয় এবং এটি খুবই সময়ানুগ
- মূলত চারটি স্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হয়

যথা —

1. APA (American Psychological Association) Style Manual, 5th ed
2. MLA (Modern Language Style Manual, 7th ed
3. Cicago Style Manual, 15th ed
4. Tarbain Style Manual, 7th ed

সন অফ্ সাইটেশন[4] মেশিন

সন অফ্ সাইটেশন মেশিন, ইন্টারনেটে বিনামূল্যে প্রাপ্ত একটি স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেকার। এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেসিন টি ডেভিদ ওয়ারলিক (David Warlick) এর "The Citation Machine: the landmark project" অক্টোবর ২৯, ২০০০ সাল থেকে প্রচলিত। ২০০৪ এবং ২০০৬ সালে এটি পুনরায় পরিবর্তিত হয়েছে। এর পরবর্তীকালে ০৮/১২/২০০৮ সালে এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিনের ০.৪ ভার্সান এসেছে। প্রধানত চারটি প্রচলিত স্টাইল ম্যানুয়াল অনুযায়ী সাইটেশন করা যায়। স্টাইল ম্যানুয়ালগুলি হল MLA Style Manual, APA Style Manual, Turabian Style Manual, Chicago Style Manual। প্রিন্ট এবং ননপ্রিন্ট উভয় ডকুমেন্ট কে এ সাইট করতে পারে। প্রিন্ট ডকুমেন্টের মধ্যে বই, এনসাইক্লোপিডিয়া, জার্নাল প্রবন্ধ কে সাইট করে আর নন প্রিন্ট ডকুমেন্টের মধ্যে জার্নাল, অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া এবং অন্যান্য ওয়েব ডকুমেন্টকে চিহ্নিত করতে পারে। এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যসূত্রকে সংরক্ষণ করা যায় ওয়ার্ড ডকুমেন্টে বা ব্লগ অথবা ইমেল এ।

সন অফ্ সাইটেশন মেশিন ব্যবহার করে বিবলিওগ্রাফিক সফ্টওয়ার বিবলিওস্কোপ এছাড়াও "Windows Software, BiOS Software, Macintosh Software, Linux Software ইত্যাদি।

এক নজরে সন অফ্ সাইটেশন মেশিন

- ব্যবহারকারীর নিবন্ধীকরণের কোনো প্রয়োজন নেই
- তথ্যসূত্রকে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করা যায়
- এটি ব্যবহার করা খুব সহজ
- ইংরাজি ছাড়াও অন্যান্য ভাষাতে এটি ব্যবহৃত হতে পারে
- লেখার আকৃতি ব্যবহারকারী নিজের পচ্ছন্দমতো নিতে পারেন

ইজিবিব[3]

এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেকার সাধারণত 8th এবং 7th ed. MLA Style Manual, 7th ed. APA Style Manual, 16th ed. এবং 17th ed. Chicago Style Manual এবং 9th ed. Turabian Style Manual ব্যবহার করে। এটি MS Word এ তথ্যসূত্র তৈরি করে যা সহজে প্রিন্ট নেওয়া যায়।

ইজিবিব জনপ্রিয় উৎসগুলি যেমন বই, পত্রিকার প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, অনলাইন ডেটাবেস এবং ওয়েবসাইট কে যেমন সাইট করে তেমনি অন্যান্য উৎসকেও চিহ্নিত করে যেমন বিজ্ঞাপন, ব্লগ, পডকাষ্ট, কার্টুন, কমিক, কনফারেন্স প্রসেডিংস ইত্যাদি।

এক নজরে ইজিবিব

- এটি একটি অটোসাইট টুল অনলাইন উৎস সাইটেশনের জন্যে
- এটি সোজাসুজি অনলাইন ডেটাবেস কে সাইট করতে পারে
- এটি নিজেকে খুবই সময়ানুক রাখে
- এটি একসাথে অনেকে একই সময় ব্যবহার করতে পারে
- এটি মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে তথ্য এক্সপোর্ট করে
- এটির একমাত্র উদ্দেশ্যই হল লেখক কে সম্পূর্ণ এবং সঠিক সাইটেশন সার্ভিস প্রদান করা

৩। অফলাইন স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন

মাইক্রোসফ্ট ২০০৭ এর মাধ্যমে

মাইক্রোসফ্ট ২০০৭ এর রেফারেন্স টুল এর মাধ্যমেও লেখক সাইটেশন করতে পারে। এক্ষেত্রে লেখককে বিবলিওগ্রাফিক তথ্য প্রদান করতে হবে। অবশ্য লেখক তার পূর্বে ব্যবহৃত রেফারেন্স পুনরায় ব্যবহার করতে সক্ষম। এটি APA 6th ed., 16th ed. Chicago, IEEE 2006, Turabian 6th ed., MLA 17th ed., GB 7714, GOST-Name Sort, GOST-Title Sort 22003, ISO 690 – First Element & data 1987 ISO-690-Numerical Reference 1987, Harvard- Anglia 2008, স্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করতে পারে। এটি খুবই কার্যকরী এবং সহজ ব্যবহার যোগ্য।

আজকের দিনে এই সাইটেশন মেশিনগুলির গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা দুইই খুব দ্রুততার সাথে বাড়ছে। এই জনপ্রিয়তার কারণ নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যায় যে এর ব্যবহার পদ্ধতির সহজলভ্যতা এবং লেখকের সময় হ্রাস করা। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রায় ১০০০ র মতো স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন এর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে থেকে এদের কে বেছে নেওয়ার কারণ হলো এদের সহজলভ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরতা। অবশ্য আলোচ্যগুলি ছাড়াও আরো অনেক জনপ্রিয় স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন দেখতে পাওয়া যায়।

এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ব্যবহারকারীদের সুবিধাপ্রদান এবং তাদের সন্তুষ্টিবিধান করা। এদের মধ্যে এন্ডনোট সবথেকে প্রাচীনতম। সন অফ সাইটেশন মেশিন, ইজিবিব এবং বিবমে, এন্ডনোট, রেফওয়াকস্, জাবরেফ MLA Style Manual, APA Style Manual, Chicago Style Manual এবং Turbian Style Manual ব্যবহার করে কিন্তু নাইট সাইট Turbian Style Manual ব্যতীত অন্য তিনটি স্টাইল ম্যানুয়াল ব্যবহার করে। এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশনের মধ্যেই কিছু মিল আছে আবার কিছু অমিল ও আছে। যেমন নাইট সাইট এবং সন অফ সাইটেশন সম্পূর্ণ প্রবন্ধর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে কিন্তু ইজিবিব এবং বিবিমে তা পারে না। প্রত্যেকেই তথ্যসূত্রকে কাগজে ছাপানোর অনুমতি দেয় তবে ইজিবিবের তথ্যসূত্রকে ডাউনলোড করতে হয় এবং এটিকে এই সময় অনেকে এক সাথে ব্যবহার করতে পারে। সন অফ সাইটেশনে অক্ষরের আকার পছন্দ করা যায়। বিবিমে ব্যবহারকারিকে সাইটেশন ব্যক্তিগত ভাবে তৈরি করার অনুমতি দেয় এবং ব্যবহারকারি ইচ্ছামত সঠিক সিনট্যাক্সও ব্যবহার করতে পারে। এন্ডনোট লাইব্রেরি ক্যাটালগ এর সাথে সংযুক্ত যার ফলে লেখক সহজেই ব্যবহার করতে পারে।

এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন মেশিনের ব্যবহার না করে কেউ যদি প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে তবে অন্ততপক্ষে ৪৫ মিনিট লাগবে আর যদি লেখকের তথ্যসূত্রে ভিন্ন রিসোর্স থাকে তবে তার সময় অনেক বেশি লাগবে কিন্তু এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলে। কাজেই এটা সেই সব লেখকদের কাছে প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ যারা আগে সাইটেশন করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন এখন সেই সময় তারা তাদের লেখায় মনোনিবেশ করতে পারবে এবং এটা লেখককে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেবে। সুতরাং এটা

বলা যেতেই পারে এই স্বয়ংক্রিয় সাইটেশন লেখকের কাছে প্রকৃতপক্ষেই আশীর্বাদ স্বরূপ।

তথ্যসূত্র

১. Bibme Organization. Bibme Bibliography Maker. http://www.bibme.org./about/

২. Calvin College. Knightcite. http://www.calvin.edu/library/knightcite

৩. "Citation". Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/citation

৪. EasyBib. EasyBib: The automatic Bibliography & Citation Maker.

৫. Endnote http://endnote.com/downloads/styles

৬. JABREF http://jabref.sourceforge.net/

৭. RefWorks. http://www.refworks.com/content/about_us.asp

৮. Warlic David, Landmarks Son of Citation Machine.

http://citationmachine.net/index2.php?page=about

৯. Wikipedia. Comparison of Reference Management Software. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

১০. "Citation". *Wikipedia.* http://en.wikipedia.org/wiki/Citation (accessed on 10/05/09)

১১. Guha, B. *Documentation and Information: Services, Techniques and Systems* .– Kolkata: World Press, 2005.

।। শোক সংবাদ।।

পরিষদের দীর্ঘদিনের সাথী ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য (০৪.১২.১৯৮৪ থেকে ২৯.০২.২০০৮) গত ১০ জুন, ২০২৪ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। আমরা তাঁর পরিবার ও পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

TI

TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9

Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

বই নির্মাণের প্রাথমিক দু-চার কথা

ড. মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২

বই একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক পণ্য। আর বই নির্মাণ সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাজার অর্থনীতির নিয়মেই তার চাহিদা-যোগান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো বইয়ের অতি চাহিদা থাকার দরুণ সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণের তাগিদ অনুভব করেন বইয়ের বাণিজ্যিক জন্মদাতা অর্থাৎ প্রকাশক। মনে পরে যায় অর্থনীতিবিদ জে. বি. সে-র প্রণিধানযোগ্য সূত্র — Supply creates its own demand। কাজেই যে বইয়ের বাণিজ্যিক সাফল্য নগণ্য সেই বইয়ের পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ভাবীকালের অগণিত পাঠকের দরবারে সে বই হাজির হতে পারে না। বই যাই হোক — বাজার চলতি কিংবা অবলুপ্ত-প্রায় — তার গঠনশৈলী নিয়ে আমরা বইমুখোরা কতটা চিন্তাভাবনা করি? বই পাঠকেরা বিলক্ষণ জানেন-বোঝেন বই তাঁদের জীবনের অঙ্গ; বই-এর মধ্য দিয়ে খুলে যাচ্ছে তাঁদের কাছে জ্ঞানবৈচিত্র্যের সকল আগল। বই পড়ুয়ারা এটুকু বোঝেন যে লেখক লিখে ফেললেই একটা সম্পূর্ণ বই নির্মাণ হয় না। বই নির্মাণের পিছনে থাকে একাধিক পদক্ষেপের সম্মিলিত ও সুসংহত প্রয়াস। মুদ্রণযোগ্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করাটা বই নির্মাণের প্রাথমিক ধাপ মাত্র। লেখকের পাণ্ডুলিপিকে সম্পাদনা করা, বর্ণ সংস্থাপন, প্রুফ সংশোধন, লে আউট নির্ধারণ, প্রয়োজনবোধে চিত্র ও অলংকরণের ব্যবস্থা, প্রচ্ছদ, বিন্যাস, ছাপা, বাঁধাই, ইত্যাদি নানা ধাপের বৈচিত্র্যময় কাজ সম্পন্ন করে বই নির্মাণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। স্বীকার্য, একটি আস্ত বই-এর শরীর নির্মাণে আঙ্গিক ও ভাবিক দিক থেকে বই নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ভূমিকা থাকে।

লেখক যা লিখলেন সেটি আদতে পাণ্ডুলিপি। শিল্পী বা ইলাস্ট্রেটার লেখকের লেখার বিষয়টি পড়ে বুঝে ছবি আঁকলেন, লেখা ও ছবির বিন্যাস কেমন হবে সেটা বিবেচনাপূর্বক স্থির করা হল, অপরিসীম শ্রম ও নিষ্ঠাসহ প্রুফ সংশোধনের কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা হল, প্রকাশক উপযুক্ত গুণমানের ছাপানোর কাগজ কিনে ছাপাখানায় দিলেন, ছাপাখানার যন্ত্রীরা অর্থাৎ মুদ্রক (বা মুদ্রাকর) প্রকাশকের দেওয়া কাগজে নিজেদের কর্মনৈপুণ্যে মুদ্রণ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বই ছাপলেন। বই ছাপা শেষ হয়ে ফর্মা চলে যায় বাঁধাইওয়ালার ঘরে। বাঁধাইকারী বা দপ্তরীরা সবশেষে সেই ছাপা কাগজকে মাপ মতো কেটে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বাঁধালেন। এই ভাবে বই নির্মাণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল অর্থাৎ বিষয়ের গভীরতার পাশাপাশি বইয়ের মুদ্রণ সৌকর্য এবং সামগ্রিক সজ্জা ও পারিপাট্য নির্দিষ্ট মানের বই নির্মাণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত। প্রকাশক-মুদ্রকের সম্পর্কের ওপর বইয়ের মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব একান্তই নির্ভরশীল। বলা ভাল এই সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানে অবশ্যই বিবেচ্য যেহেতু প্রকাশক ও মুদ্রক দুই পৃথক সত্তা। অতীতে যখন প্রকাশক ও মুদ্রক এক ও অভিন্ন ছিল বইয়ের অঙ্গসজ্জা এককভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। একথা ঠিকই যে বাংলা প্রকাশনার অপরিহার্য অঙ্গ অলংকরণ। লেখ্য অংশের পাশাপাশি গ্রন্থের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চিত্র-অলংকরণ। বই কোনো আর্টিফ্যাক্ট নয়। তথাপি বইয়ের সাজসজ্জা বা অলংকরণ বই নির্মাণে বিশেষ বিবেচ্য। বর্তমানে গ্রন্থের অলংকরণ তো বটেই, এমনকি সাময়িক পৃষ্ঠায় প্রায়শ অলংকরণের ব্যবহার সবিশেষ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে কোন কোন লেখক নিজের রচনায় নিজেই অলংকরণ করেছেন বা করে থাকেন। সংখ্যাবিচারে এই ধরনের লেখকের প্রাচুর্য রয়েছে যাদের লেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও সচিত্রকরণের ভূমিকায় সচল দেখতে পাওয়া যায়। সময়বিশেষে লেখককে প্রকাশনার মতো বাণিজ্যমুখী উদ্যোগ ও বই বাজারের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হয়। লেখক (অর্থাৎ গ্রন্থকার), প্রচ্ছদ শিল্পী বা অন্যান্য গ্রন্থ অলংকরণ শিল্পীদের নামোল্লেখ থাকে গ্রন্থের ভার্সো-তে। কিন্তু বাঁধাইওয়ালার নামোল্লেখ থাকে না। তবে সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থসজ্জায় অলংকরকের ভূমিকা স্বীকৃত হলেও উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা লাভের নজির বাংলা প্রকাশনা জগতে এখনও বিরল। তারা বঞ্চিত থাকেন শ্রেষ্ঠ ইলাসট্রেটার বা প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ার কোন সম্মানলাভের সুযোগ থেকে।

বই নির্মাণের আলোচনায় শুধু ফর্ম বা অবয়ব-ই শেষ কথা নয়। তার প্রাণশক্তির মূল আধার বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট।

অলংকরণের মধ্যেও ভাষা থাকে, থাকে কনটেন্ট। কিন্তু শিল্পকর্ম চাক্ষুস করার পর বুঝে নিতে হয় ভাষা এবং অবশ্যই কনটেন্ট অনুভবে-মননে।

প্রুফ সংশোধন বই নির্মাণের অপরিহার্য অঙ্গ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রুফ দেখার কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিশোরীমোহন সাঁতরার সঙ্গে তাঁর নিজের লেখা বইয়ের প্রুফ দেখার বিষয়ে মতামত, অনুযোগ এমনকি সময়বিশেষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

এবার শেষ কথা আসি। বই নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অবদানের যোগফল যে একটি সম্পূর্ণ বই সেটির যথাযথ বিপণন সম্ভব হলে বাজার অর্থনীতির মাপকাঠিতে বই নির্মাণ প্রক্রিয়ার সার্বিক সার্থকতা। বলার অপেক্ষা রাখে না আর পাঁচটা পণ্যের মতো বই বিপণন কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা প্রকাশের কাছে বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। বই প্রকাশনার যে কোন প্রকাশকের কাছে লাভজনক উদ্যোগ না হলে কোনো প্রকাশকই প্রকাশনার কাজে আর্থিক মূলধন বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হবেন না বা বিনিয়োগ করা উচিতও নয়। বিপণন কৌশলের কার্যকরী প্রকরণ হল নতুন প্রকাশিত বই-এর প্রচার বা বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা এবং বুক রিভিউ। বই লেখার, তার অলংকরণ, ছাপা, হরফ, বইয়ের কেনা-বেচার চুক্তি, বইয়ের দোকানদার, প্রকাশক — বই নির্মাণকে ঘিরে যে প্রসারিত সঙ্গ-প্রসঙ্গ সবই সমবিবেচ্য বই নির্মাণের উৎকর্ষ নির্ধারণের ও বই বিপণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায়। ছাপা বই পড়ার সময় আমরা পাঠককুল সত্যি সত্যিই কি কম্পোজিটার, প্রুফরিডার, প্রচ্ছদশিল্পী, মুদ্রক, বাঁধাইওয়ালা-র মতো গ্রন্থাশ্রয়ী জীবিকার অংশীদার এই সব মানুষজন যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে বই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই? এই অনিবার্য প্রশ্ন উত্থাপন করে বর্তমান প্রবন্ধের ইতি টানলাম।

।। ভ্রম সংশোধন।।

গ্রন্থাগার (বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ২) জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ সংখ্যার সম্পাদকীয়'র প্রথম কলমে শেষ লাইনে "এর মাঝে ১৯০৬ সালে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র হিসাবে পরিষদের সদস্য হন, যে সংবাদটি পরিবেশিত হয় সেখানে ১৯০৬ পরিবর্তে ১৯৬৩ সাল হবে"। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

।। সদ্য প্রকাশিত।।

Evolution of Resource Description

Ratna Bandopadhyay

Publisher : Bengal Library Association

Price : Rs. 380.00

আন্তঃবিভাগীয় বিষয় হিসাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়*
গ্রন্থাগারিক, চন্দ্রপুর কলেজ, চন্দ্রপুর, পূর্ব বর্ধমান

১. ভূমিকা:

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান গবেষণার আন্তঃবিভাগীয় (Interdisciplinary) বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তথ্যবিজ্ঞান নিজেই তার আন্তঃবিভাগীয় বিষয়ভুক্ত থাকার বার্তা বহন করে। আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়নকে গ্রন্থাগার ও তথবিজ্ঞানের অন্তর্নির্মিতি বৈশিষ্ট্যরূপে বর্ণনা করা হয়। তথ্য বিজ্ঞানী, গবেষক এবং তথ্যকেন্দ্রিক পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির কাজের প্রকৃতির মধ্যে এই আন্তঃবিভাগীয়তা লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এই বিষয়টির জোরালো সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ তথ্য পরিসেবার মত সরাসরি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে উক্ত বিষয়টির বেশ আঁটোসাঁটো সম্পর্ক। আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষা নিয়ে বহু গবেষণা হলেও এর আন্তঃবিভাগীয় পরিধি নিয়ে খুব বেশি কাজ নজরে আসে না। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এমন এক আন্তঃবিভাগীয় বিষয় (interdisciplinary subject) যার সঙ্গে অন্য অনেক জ্ঞানশাখা যুক্ত যেমন — ডেটা সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, এনএলপি, ডিপ লার্নিং বা কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক, কৃত্রিমমেধার এক্সপার্ট সিস্টেম, নথি বর্গীকরণ, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। জ্ঞানোৎপাদন, রূপান্তর ও হালনাগাদ (updation) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এক নিরন্তর প্রক্রিয়ার মত। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বা পরিবর্তের সঙ্গেও দ্রুত এই বিষয়টির স্বাঙ্গীকরণ নজরে আসে। এই প্রবন্ধটিতে এরূপ নানান বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের মিশ্রন বা সংযোগের সুস্পষ্ট চিত্র স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য:

প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক) বিভিন্ন আন্তঃবিভাগীয় পন্থা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা;

খ) পঠন পদ্ধতি হিসাবে আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা। একাধিক জ্ঞানশাখার কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো থেকে বিভিন্ন অভিগমন, প্রক্রিয়া ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের সঙ্গে উক্ত পদ্ধতিটির সংযোগ সাধন নিয়ে আলোচনা;

গ) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের গবেষণায় জুড়ে থাকা নানান্ বিষয়গুলো নিয়ে স্বল্পপরিসরে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করা;

ঘ) এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থী ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিগণ প্রতিটি নতুনত্ব ধারণা ও আনুষঙ্গিক বিষয় ও প্রক্রিয়া নিয়ে যাতে সুসঙ্গতভাবে চিন্তা করতে পারেন সেটি বর্তমান প্রবন্ধের একটি উদ্দেশ্য এবং

ঙ) কয়েকটি জ্ঞানশাখার বৈশিষ্ট্য ও ধারণার সংশ্লেষণ গবেষণার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলায় এমন একটি প্রবন্ধ রচিত হল।

৩. আন্তঃবিভাগীয় ধারণা বা পন্থা:

ইংরেজিতে 'ইন্টার' ও 'ডিসিপ্লিনারি' শব্দ দুটো জুড়ে যে 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি' শব্দটি তৈরি হয় তারই বাংলা রূপান্তর 'আন্তঃবিভাগীয়' করা হয়েছে। ইংরেজিতে 'ইন্টার' শব্দে বোঝানো হয় যা দুই বা ততোধিক বিষয় আহৃত এমন কিছুকে আর 'ডিসিপ্লিনারি' অর্থে জ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন বিষয় কিংবা জ্ঞানশাখার কোন অংশ বিভাগকে বোঝানো হয়। আন্তঃবিভাগীয় ধারণা বলতে বিবিধ জ্ঞানশাখার বা অধ্যয়নের আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগকে বোঝানো হয়ে থাকে। চয় (Choi) ও পাক (Pak) ২০০৬ সালে আন্তঃবিভাগীয়তার (inter disciplinarity) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল ''এটি জ্ঞানশাখাগুলোর মধ্যে সংযোগের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মিলকরণ ঘটিয়ে একটি সমন্বিত ও সুসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের রূপদান করে।'' কিভাবে জ্ঞানের

* Email : gm.bhadrakali@gmail.com

বিভিন্ন শাখার অন্যের সমন্বয় বা প্রকৃত সংযোগ রয়েছে তা খুঁজে বের করে এই আন্তঃবিভাগীয় ধারণাটি। আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়ন সমস্যার সাধারণ গণ্ডির বাইরে গিয়ে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে এবং জটিল পরিস্থিতির নতুন ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বউষ্ণায়ণ, মহিলা অধ্যয়ন, জৈব তথ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলো গ্রন্থাগর ও তথ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'ইন্টার ডিসিপ্লিনারি' ছাড়াও আর একটি অধ্যয়ন পন্থা রয়েছে যেটি 'মালটি ডিসিপ্লিনারি'। এটি একইসঙ্গে বহুবিধ সমীক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ধরণের সমীক্ষার সঙ্গে বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক জ্ঞানশাখা ও পেশাদারী বিশেষীকরণ একীভূত হয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সমীক্ষাকার্য চালানো হয়। বিভিন্ন জ্ঞানশাখার গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হন। জ্ঞানের শাখাগুলোর পরিধির মধ্যে না সীমাবদ্ধ থেকে কখনোসখনো 'ক্রস-ডিসিপ্লিনারি' হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। যেমন — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন পরিবেশ সাংবাদিকতা, আর্ট থেরাপি ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ড. এস. আর. রঙ্গনাথন তাঁর ফ্যাসেটেড ক্লাসিফিকেশন স্কীমে ফ্যাসেটগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বিষয় গঠনের সময় পাঁচ ধরণের আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন:

অ) **লুজ্ অ্যাসেম্ব্লেজ :** এটি বিভিন্ন বিষয় জোড়ার একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক মূল বিষয় (basic subjects), দুই বা ততোধিক মূল বিষয় ও আইসোলেটস্ (isolates), দুই বা ততোধিক মূল বিষয় অথবা আইসোলেটস্ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে জোড়া হয়, যেমন — গ্রন্থাগারের কম্পিউটারাইজেশন।

আ) **ফিউশন্ :** এতে দুটি প্রধান বিষয়কে (main subject) জুড়ে একটি আন্তঃবিভাগীয় ধরণের নতুন প্রধান বিষয় গঠন করা। যেমন — জীবনী সম্বলিত গ্রন্থমিতি (বায়োবিবলিও-মেট্রিক্স), জৈব রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি) ইত্যাদি।

ই) **ডিস্টিলেশন :** অন্য জ্ঞানশাখা থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারণা নিয়ে নতুন একটি জ্ঞানশাখার সৃষ্টি হল এই বিশেষ প্রক্রিয়া। যেমন — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি।

ঈ) **অ্যাগ্লোমারেশন (পার্শিয়াল কম্প্রিহেনশন্) :** এতে বিভিন্ন জ্ঞানশাখা থেকে কয়েকটি গঠনগত উপাদানগত ধারণার সমন্বয়ে অধিকতর বড় এক বিষয়গুচ্ছ বা ঝাঁক গঠন করা হয়। এই বিষয় গুচ্ছ গুলো হল হিউম্যানিটিজ, সোস্যাল সায়েন্সেস্, লাইফ্ সায়েন্সেস্।

উ) **ক্লাস্টার :** কোন একটি ঘটনা বা সত্তার ওপর চালিত কয়েকটি বিশেষ সমীক্ষার সমন্বয়ে একটি সমীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি, যেমন — মহিলা বিষয়ক অধ্যয়ন, সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন, সমাজ বিজ্ঞান।

৪. আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়নের গুরুত্ব:

একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয় ক্ষেত্র নিয়ে সমীক্ষা চালানোয় এই ধরণের অধ্যয়ন শিক্ষার্থীর অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি, আত্মনির্ভরতা, আত্ম-নিশ্চয়তা, সমস্যা-সমাধান কৌশল যেমন বাড়ায় তেমনি শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে। এই ধরণের সমীক্ষা তাদের মেধা, মূল্যবোধ, পাঠক্রম, পরিকাঠামো এবং আগ্রহ সমভাবে বৃদ্ধি করে। সাধারণ বিষয়-সীমানার বাইরে সমস্যার পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে জটিল পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে পায় আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীরা। গবেষকরা তাঁদের নিজস্ব গবেষণাফলের হদিস পেতে এই ধরণের আন্তঃবিভাগীয় পন্থা বিশেষ সহায়তা করে। বিভিন্ন পাঠন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এই আন্তঃবিভাগীয় সমীক্ষার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা আছে। যেমন :

- জটিল পরিস্থিতিতে ভাবনার দক্ষতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করে;
- গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যার পুনরায় ব্যাখ্যা ও সমাধান দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে;
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ধারণা বাড়ায়;
- গবেষণায় সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব বৃদ্ধি করে;
- জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ যা মূল

সমীক্ষাকার্যের সঙ্গে অনেকটা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়;

- জ্ঞানশাখাগুলোর মধ্যে সঠিক সমন্বয় বা অর্থবহ যোগাযোগ খোঁজা শিক্ষার্থীর কাছে একরকম চ্যালেঞ্জ;
- বিভিন্ন ধারণাগত কাঠামো এবং বহুবিধ স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক জ্ঞানশাখার পরিধির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ ঘটিয়ে পঠন-পাঠন পদ্ধতিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে বিভিন্ন জ্ঞানশাখার সমন্বয়/সংমিশ্রণ:

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তির পরিবর্তন, সম্প্রদায়গত চাহিদা ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে আন্তঃবিভাগীয় বিষয়রূপে গণ্য করা হয় কারণ এর সঙ্গে দুই বা ততোধিক বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উক্ত বিষয়ের সঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে শুরু করে জৈব তথ্যমিতি, সাহিত্য, মনোবিদ্যা, রেফারেন্স টুল্‌সের অগ্রগতি, তথ্য সংক্রান্ত পদ্ধতি ছাড়াও বিভিন্ন পৃথক বিষয়ের ক্ষেত্রের ধারণা যেমন, কোয়ান্টাম তথ্য-প্রক্রিয়া, এনএলপি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ডিপ লার্ণিং বা নিউরাল নেটওয়ার্ক, এক্সপার্ট সিস্টেম, নথি বর্গীকরণ, ওয়েবে কোন বিষয় উপস্থাপন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ডেটাবেসের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ের মত নানান্ বিষয়ের যোগ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কম্পিউটারের ব্যবহার দক্ষতা, ফলাফল, দ্রুত গ্রন্থাগার সম্ভারের নাগাল পাওয়া ও তার অনায়াস কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়েছে। একই সময়ে একই তথ্য সম্পদ অনেক ব্যবহারকারী কিংবা তথ্যকেন্দ্রগুলো ব্যবহার করতে পারে। গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত মেটা ডেটা প্রয়োজনমত রাখা এবং সরানো দুই সম্ভব কম্পিউটারের সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে। ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ব্যবহারকারীর মধ্যে এক সুন্দর সমন্বয় ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মত ঘটনাও এখন নজরে আসে। সার্চ ইঞ্জিন আর অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেসের সাহায্যে অনলাইন ক্যাটালগে সহজেই অনুসন্ধানকার্য চালানো সম্ভবপর করে তুলেছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন হার্ডওয়্যার ও সাম্প্রতিককালের আপডেটেড সফ্‌টওয়্যার গুলো। ব্যবহারকারীর সুবিধামত তথ্যোদ্ধার ও খোঁজ দুটোই ফলাফলের প্রাসঙ্গিকতার সারি সমেত এখন সম্ভব। একটামাত্র ক্লিকে সার্চ রেকমেন্ডেশানস্‌ও অনুসন্ধানকার্যকে উপযুক্ত ভাবে সময় বাঁচিয়ে বিষয়ের সন্ধান দেয়। দূর-দূরান্তে থাকা ব্যবহারকারীরা এখন অতিব সহজে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের তথ্যসম্ভার ব্যবহার করছেন। ওয়েব তথ্যসম্পদের দ্রুত নাগাল ও আদন-প্রদান অনেক সহজতর হয়েছে।

জীববিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যকে কম্পিউটার ও রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে বায়োইন্‌ফরমেটিক্স্ বা জৈব তথ্যবিজ্ঞান। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ্ সায়েন্সেস্ লাইব্রেরি এমন এক জৈবতথ্যমিতি পরিসেবার পথ দেখিয়েছে যার সহায়তায় গবেষকরা আণবিক ক্রম সংক্রান্ত উপাত্তসার এবং অন্যান্য তথ্য সম্ভারের নাগাল পান (ইয়ারফিল্ড, ২০০০)। সম্প্রতি এটা দেখা গেছে যে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীরা তাঁদের তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আণবিক জীববিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যের হদিস দিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছেন। কোর্স ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত নানান্ পাঠ-সামগ্রী যথা — অন্‌লাইন্ টিউটোরিয়ালস্, শ্রেণী কক্ষের পাঠদান, উপস্থাপন কৌশল ও হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার মত বিষয়গুলো গ্রন্থাগারিক শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করে থাকেন। গবেষক কিংবা গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের তাঁদের প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত মূল তথ্য ও অন্যান্য পাঠোপযোগী সামগ্রী তথ্যবিজ্ঞানীগণ সরবরাহ করেন। তাঁরা রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ, জৈব তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসার এবং তার বিভিন্ন স্তরের বিষয় যেমন — জৈব তথ্যবিজ্ঞান, গণনামূলক জীববিদ্যা, জিনোমিক্স্, জেনেটিক্স্ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে ব্যাপৃত। জ্ঞানভিত্তিক এক্সপার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিসেবা ও বিশেষ ধারণা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তথ্য বিনিময়ে সহায়তা করে থাকে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকরা সহযোগিতা করেন। এমনকি উক্ত সিস্টেমটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

তথ্য যেখানে বিট্‌সের (bits) বদলে কিউবিট্‌সে (qubits) পরিমাপ করা হয় সেখানে তথ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞানের সুসংহত সমন্বয় দেখা যায়। কোয়ান্টাম তথ্যবিজ্ঞান এমন এক বিষয় যেখানে তথ্যবিজ্ঞানে

প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও তথ্য চ্যানেলিং-এর কাজে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। আমরা কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির বিষয়ে কেউ কেউ শুনেছি। যা তথ্যকে কোডে পরিণত করার (এনক্রিপ্শন) ক্ষেত্রে এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সঠিক বা উপযুক্ত প্রয়োগের দ্বারা তথ্যের প্রেরণের সময় অবাঞ্ছিত ও অবৈধ ব্যবহারকে আটকে এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। তথ্য বিনিময়ে নিরাপত্তাযুক্ত ক্রিপ্টোগ্রাফির হল একটা জ্ঞানশাখা যা বার্তা প্রেরণে গোপনীয়তা, সমন্বয়, বার্তা অস্বীকার, প্রেরকের প্রমাণীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণ ক্রিপ্টোগ্রাফির চেয়ে কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফিতে তথ্য দীর্ঘকাল যাবৎ এনক্রিপ্ট্ করা যায়। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজে বিজ্ঞানী মহলে কিউকেডি (কোয়ান্টাম কি ডিস্ট্রিবিউশন)-এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায় যেখানে কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। অনুমোদিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত বা পরিচিত তথ্যবিনিময়ের গোপন চাবির (Key) সুরক্ষা প্রদানে এই তথ্য প্রেরণ পদ্ধতিটি বেশ সম্ভাবনাসূচক। কিউকেডির দ্বারা প্রেরিত এনক্রিপ্শন কি যাঁদের প্রেরণ করা হয়েছে একমাত্র তাঁরাই জানতে পারেন। ক্রিপ্টোগ্রাফি কিজ্ (Keys) প্রেরণে কোয়ান্টাম্ পদার্থবিদ্যার ধর্মকে কাজে লাগানো হয় যা যাচাইযোগ্য এবং সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করে। কারণ পদার্থবিদ্যায় নো-ক্লোনিং উপপাদ্যটিতে বলা হয় যে একটি নির্বিচারে অজানা কোয়ান্টাম অবস্থার একটি স্বাধীন এবং অভিন্ন অনুলিপি তৈরি করা অসম্ভব। কোয়ান্টাম ক্লোনিং সম্ভব নয় বলেই হ্যাকার সহজে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক থেকে তথ্যের অনুলিপি তৈরি করতে অসমর্থ হয়।

গ্রন্থাগারে দৈনন্দিন কাজকর্মের অধিকাংশ দ্রুত ও কম সময়ে সম্পাদনের জন্য গ্রন্থাগারিক বা তথ্যবিজ্ঞানীগণ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফ্টওয়্যার সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে থাকেন তা হল এক্সপার্ট সিস্টেম। গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবায় একটি সুগঠিত এক্সপার্ট সিস্টেম প্রচুর সাহায্য করে। সমস্যার সমাধান বা তথ্যানুসন্ধানে নলেজ-বেস একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মানব দক্ষতার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো অনুকরণ করে ততোধিক দক্ষতায় নিখুঁতবাবে সম্পাদন করে এই এক্সপার্ট সিস্টেম যাতে আসলে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তথ্য জমা থাকে। এইজন্য ''রেফারাল টুল'' হিসাবে রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ানরা সফলভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। সেমান্টিক নেটওয়ার্ককে জ্ঞানভিত্তিক ইন্টারফেস্ এবং ইনডেক্সার এইড্ (যেমন-বায়োসিস্) হিসাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন নথিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করে বর্গীকরণ করা যায়। তাই গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও তথ্য বর্গীকরণেও এর অবদান অনস্বীকার্য। বই, সিডি এবং ওয়েব পেজের ডিজিটাল সম্ভারকে বর্ণনায় মেটাডেটা প্রমিতকরণের কাজে এক্সপার্ট সিস্টেম হিসাবে ডিসিএমআই (ডাবলিন্ কোর মেটাডেটা ইনিশিয়েটিভ্) প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে আকরগ্রন্থ পরিসেবাকে তরান্বিত করতে রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার যেমন মেন্ডেলে, জোটেরো, রেফ্-ওয়ার্কস ইত্যাদি অনলাইন রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট বা তথ্য-সূত্র নির্বাহকারীরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া এনএলপি (ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং) নির্ভর স্বয়ংক্রিয় সূচিকরণ প্রক্রিয়া বেশ কয়েক বছর যাবৎ তথ্য উদ্ধারে তথ্যবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ভাষাবিদ্যার একটি ক্ষেত্র হিসাবে এনএলপি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠ্যাংশ দরকার মত উদ্ধৃত করা, উপাত্ত উদ্ধার, সংক্ষেপকরণ, মেশিন ট্রানশ্লেসন ইউজার ইন্টারফেস্, রেকমেন্ডেশান সার্চ প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

৬. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে আন্তঃবিভাগীয়তার মাত্রা:

২০১২ সালে ভিনসেন্ট ল্যাভিয়ের ও অন্যান্য গবেষকের বিজ্ঞানমিতি সমীক্ষার উদাহরণ থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান গবেষণায় আন্তঃবিভাগীয়তার মাত্র (level of inter disciplinarity) সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। উক্ত গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাপত্রে এলআইএস গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ১৬০টি বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকায় প্রকাশিত ৯৬০০০ গবেষণাপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমীক্ষাকার্য চালিয়ে ছিলেন। উক্ত গবেষণাপত্রগুলো ১৯০০ সাল থেকে ২০১০ সাল অর্থাৎ ১১০ বৎসরের অধিক সময়কাল যাবৎ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাপত্রে অন্যান্য শাখার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের তথ্যসূত্র উদ্ধৃতি ষাটের দশক থেকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের এক গবেষণাপত্রে সন্নিবিষ্ট মোট তথ্যসূত্রের শতকরা ৩৬ ভাগ তথ্যের উৎস গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানধর্মী পত্র-পত্রিকা। এল আই এস সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী প্রকাশনাগুলোয় প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদানের (সাইটেশনস্) অধিকাংশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণাপত্র থেকে উদ্ধৃতি হয়েছে যা ১৯৬০ সালের মাত্র ২% থেকে ২০১০ সালে বেড়ে ১৮% দাঁড়িয়েছে। আবার কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর কোন গবেষণাপত্র থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদান

১৯৬০ সালের ৪% থেকে ২০১০ বেড়ে হয়েছে ৮%। অনুরূপভাবে, মেডিকেল সায়েন্স সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদান ২০০০ সালের ৬% থেকে ২০১০ সালে কমে ৪% হয়েছে এবং পেডাগজিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৯৪০ সালে উদ্ধৃতিদানের ১২% উদ্ধৃতি হয়েছে কিন্তু সত্তরের দশক থেকে তার মাত্র ১-২%-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য জ্ঞানশাখার গবেষণায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্যসূত্রের ঊর্ধ্বগামী প্রবণতার এক সুস্পষ্ট চিত্র ল্যাভিয়ের, সুগিমোটো ও ক্রোনিন তাঁদের গবেষণাকার্যের সমীক্ষায় দেখিয়েছেন। ১৯৯০-এর মধ্যভাগ থেকে ২০১০ পর্যন্ত উদ্ধৃতি দান, প্রাপ্তির প্রবণতা ২০% থেকে বেড়ে ৬০% হয়েছে। এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স থেকে উদ্ধৃতিদান হল শতকরা ১০ ভাগ (২০১০ সালে) এবং কম্পিউটার সায়েন্স থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদান শতকরা ৮ ভাগ (২০১০ সালে)। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃবিভাগীয় বিষয় তা উপরোক্ত উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয়।

৭. উপসংহার:

সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা থাকায় অনেকগুলো জ্ঞানশাখা থেকে সাধারণ বা একীভূত বিষয়টি সঠিক সনাক্তকরণ আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার একটি মূল সীমাবদ্ধতা হিসাবে ধরা হয়। আবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন বিচার করে এরূপ সমীক্ষাকার্যের গঠন ও মূল্যায়ন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমীক্ষায় বিবেচিত দুই বা ততোধিক জ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার ও বিশেষজ্ঞের চট্‌জলদি খোঁজ মেলাও কখনো সখনো বেশ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। তবে নানান্ বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের স্বাঙ্গীকরণ বা সংযোগ উক্ত বিষয়ের শিক্ষামূলক অভিগমন, প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত নতুন দিক্ উন্মোচন করে। কয়েকটি জ্ঞানশাখার বৈশিষ্ট্য ও ধারণার সংশ্লেষণ গবেষণার ক্ষেত্রে জড়িত শিক্ষার্থী ও সকল পেশাদার ব্যক্তি পৃথক নতুনত্ব ধারণা, আনুষঙ্গিক বিষয় ও প্রক্রিয়া নিয়ে সুসঙ্গতভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে একটি আন্তঃবিভাগীয় বিষয় হিসাবে গণ্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান নামক এই জ্ঞানশাখাটি।

তথ্যসূত্র:

১. চয়, বার্ণাড সিকে এবং পাক, অনিতা ডাবলু পি. (২০০৬)। মাল্টিডিসিপ্লিনারিটি, ইন্টারডিসিপ্লিনারিটি অ্যান্ড ট্রান্সডিসিপ্লিনারিটি ইন্ হেলথ্ রিসার্চ, সার্ভিসেস, এডুকেশন অ্যান্ড পলিসি : ১. ডেফিনিশানস্, অব্‌জেক্টিভস্ অ্যান্ড এভিডেন্স অব্ এফেক্টিভ্‌নেস. ক্লিন. ইনভেস্ট. মেড্. ২৯(৬) : ৩৫১-৬৪।

২. রঙ্গনাথন, এস. আর. (২০০৬)। প্রোলগোমেনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন। ৩য় সং। পুণর্মুদ্রণ, বাঙ্গালোর : এস এস পাবলিকেশনস্, সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেন্ট ফর লাইব্রেরি সায়েন্স।

৩. লাসকোম্বে, এন এম; গ্রীনবাম, ডি অ্যান্ড সার্স্টি, এস. (২০০১)। হোয়াট ইজ বায়োইনফরম্যাটিক্স? আ প্রপোজড্ ডেফিনিশন অ্যান্ড ওভারভিউ অব্ দ্য ফিল্ড। মেথডস্ অব্ ইন্‌ফরমেশন ইন্ মেডিসিন্। ৪০(৪) : ৩৪৬-৫৮।

৪. ইয়ারফিৎজ, স্টুয়ার্ট, (২০০০)। আ লাইব্রেরি বেসড্ বায়োইন্‌ফরমেটিক্স সার্ভিসেস প্রোগ্রাম। বুলেটিন অব্ দ্যি মেডিকেল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। ৮৮(১) : ৩৬-৪৮।

৫. বারলেট, জে সি. (২০০৫)। বায়োইন্‌ফরমেটিক্স এডুকেশন ইন অ্যান এমএলআইএস প্রোগ্রাম : দ্যি ম্যাক্‌গিল এক্সপেরিয়েন্স। জার্ণাল অব্ দি কানাডিয়ান হেল্‌থ লাইব্রেরিস অ্যাসোসিয়েশন। ২৬(৩) : ৭৯-৮১।

৬. ভিন্‌সেন্ট, এল; সুগিমোটো, সিআর এবং ক্রোনিন, বি. (২০১২)। আ বিব্‌লিওমেট্রিক ক্রনিক্লিংগ অব্ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে'স ফার্স্ট হানড্রেড্ ইয়ারস। জার্ণাল অব্ দি আমেরিকান সোসাইটি ফর্ ইনফরমেশন সায়েন্স্ অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি। ৬৩(৫) : ৯৯৭-১০১৬।

৭. জীভিথা, ভি অ্যাণ্ড কবিয়াথা, ইএস. (২০১৯)। আ স্টডি অন্ অ্যাডাপ্টিং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ফর্ লাইব্রেরি সারভিসেস্ ডেলিভারি। লাইব্রেরি ফিলোজফি অ্যান্ড প্র্যাকটিস্ (ই-জার্ণাল)। ২৭২১।

৮. সোসিন্‌স্কা-কলাতা, বি. (২০২০)। ইন্‌টারডিসিপ্লিনারিটি অব্ ইনফরমেশন সায়েন্স রিসার্চ : ইনট্রোডাকশন। জাগাডনেনিয়া ইনফরম্যাকজি নওকোয়েজ-সুদিয়া ইনফরম্যাসিজনে। ৫৮(১এ)(১১৫এ) : ৯-২৩।

ভারত আমার ভারতবর্ষ : বই-চিত্র ও বৈচিত্র

সত্যব্রত ঘোষাল

ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকড একজন মহিলা সাংবাদিক। ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রায়শই লিখে থাকেন। যিনি মনে করেন 'সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যা সব সময়েই আছে — তার মধ্যে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত হতে হবে। সমাধানের জন্য নিজের কিছু করার থাকলে করতে হবে। হতাশার কোন স্থান নেই।' ওয়াকড লেবাননের বেইরুটে জন্মেছেন। তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক, কর্কট রোগের সঙ্গে লড়াই করেও জীবনচর্যায় তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আত্মচরিতের অংশ নীচের লেখা:

আমি যখন বেইরুটে ছোটবেলায় থাকতাম মাদেলিনের বাড়িটা আমার কাছে মরুদ্যান মনে হত। মাদেলিন তুলনামূলক সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবিকা হিসেবে শিক্ষকতা বা অন্য কাজে কখনও যুক্ত হননি। তাঁর বাড়িতে দিনের বিভিন্ন সময় ছেলেমেয়েরা জড়ো হত। তাদের তিনি গল্প বলতেন। এটাই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ তারিফ করার মত। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল-সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), ঔপন্যাসিক অ্যালবার কামু (১৯১৩-১৯৬০), কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো স্রষ্টা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০), এবং ৭০০ স্তোত্রের হিন্দুদের ভগবদগীতা সবই তাঁর গ্রন্থাগারে পাওয়া যেত। আমার কাছে প্রিয় সময় যখন তিনি ভারতের বিভিন্ন গল্প বলতেন। আরবের বহু লেখক সমৃদ্ধশালী ভারত নিয়ে অনেক লিখেছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক নাগিব মাহফুজ[১](১৯১১-২০০৬) তাঁর লেখায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে।

মাহফুজ তাঁর লেখা 'দ্য জার্নি অব ইবনে ফাতুমা (১৯৮৩) উপকথায় লিখেছেন; ইবনে ফাতুমা তাঁর শৈশবের নাম 'কিন্দিল মুহাম্মদ'। সে তার নিজের শহরের দুর্নীতির কারণে হতাশ। তিনি তাঁর শিক্ষককে সম্প্রীতির দেশের হদিশ দেওয়ার জন্য সবসময় জিজ্ঞাসা করে। মাস্টারমশাই তাকে একদিন বহুধর্মের সমন্বয়ের দেশ ভারতে নিয়ে যান।

অপর একটি বই 'রিহলা' ইবন বতুতা'র (১৩০৪-১৩৬৮) লেখা ভ্রমণ কাহিনি। ১৩২৫ থেকে ১৩৫৪ সাল পর্যন্ত তিরিশ বছর সময়কালে তিনি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার (ভারত, চিন) দেশে ভ্রমণ করেন। ১৩৩৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ইবন বতুতা সিন্ধু নদীর তীরে পৌঁছান। তারপর দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। সেই সময় দিল্লির বাদশাহ মুহম্মদ বিন তুঘল ক-এর (১২৯০-১৩৫১) সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁর রাজসভায় একজন বিচারক হিসেবে বতুতাকে নিযুক্ত করেন। তবে ভারতে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা কঠিন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সুলতান তাঁর জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি এরপর হজ (মুসলমানদের তীর্থস্থান মক্কা) যাত্রার অজুহাতে দিল্লি ছাড়েন। তারপরে চিনের দিকে যাত্রা করেন।[২]

অপর একজন সাহিত্যিক খলিল জিব্রান (১৮৮৩-১৯৩১) তিনিও ভারতীয় দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বই দ্য প্রফেট (১৯২৩) ২৬টি গদ্য কবিতার সমাহার। ১০০টির বেশি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৩]

---

১. মিশরের সাহিত্যিক। ৩৫টি উপন্যাসে, প্রায় ৪০০ ছোটগল্প ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে বিশ্ববন্দিত। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশনার পর তাঁর 'চিলড্রেন অব গেবেলা উইক' বইয়ের জন্য চরমপন্থীরা হত্যার হুমকি দেয়। ওমর আবহল রহমান নামে এক ব্যক্তি তাকে কায়রোর বাড়িতে ছুরিকাঘাত করে। অল্পের জন্য বেঁচে যান। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২. ১৩৫৪ সালে মরক্কোয় ইবন বতুতা ফিরে আসার পর সুলতান ইবনে যুজাই নামে এক যুবককে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে রাখার জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি বতুতার ভ্রমণের আকর্ষণীয় ঘটনার বিবরণ 'রিহলা' নামে বইতে উপস্থিত করেন। আরবি ভাষায় 'রিহলা' মানে ভ্রমণ। মুসলিম বিশ্বের মানুষজন ভ্রমণ কাহিনির ক্ষেত্রে 'রিহলা' শব্দ ব্যবহার করে।

৩. বইটি প্রায় ৩ লক্ষের বেশি বিক্রি হয়েছে। লেবাননের রক্তাক্ত ইতিহাস এবং ধর্মকে কাহিনির বিন্যাস প্রভাবিত করেছে। লেখকের স্মৃতিতে লেবাননের বাশারি নামে একটি স্থানে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকর্ম নিয়ে জাদুঘর তৈরি হয়েছে।

কাহিনির মূল নায়ক আল মুস্তাফা ১২ বছর ধরে অরফালিস শহরে বসবাস করেছেন। বর্তমানে তাঁর দেশের বাড়ির দিকে যাত্রা দিয়ে কাহিনির শুরু। যাত্রাপথে একদল সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয়। যাঁরা তাঁদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় জন্ম, কর্মজীবন, বিবাহ ও জীবনের আনুষঙ্গিক ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে জিব্রানের গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল।[৪] আরবের সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অষ্টম শতাব্দী থেকে। ইরাকের লেখক আল জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮) মন্তব্য করেছেন 'অষ্টম শতাব্দী থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবদের উত্থান নিয়ে প্রচুর সাহিত্য আছে কিন্তু আরব বিপ্লবে ভারতীয়দের ভূমিকা নিয়ে খুব কমই লেখা হয়েছে। আববাসীয় শাসনে (৭৫০-১২৫৮) আরবরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শনে পারদর্শী ছিল বলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। বারমাকিদ পরিবার যাঁরা আববাসীয় আমলে (৭৫০-৮৬১) গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিল। বারমাকিদরা মূলত বালখ (বর্তমানে আফগানিস্তান) থেকে বাগদাদে এসেছিলেন। তাঁদের পরিবারের প্রধান খালিদ ইবনে বারমাক ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে উমাইয়াদের দরবারে যোগদান করেন। বারমাকিদরা ছিলেন ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আল খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০) যিনি বীজগণিতের সূত্রের উদ্ভাবক যার নামে অ্যালগরিদম শব্দটির উদ্ভব তিনিও ভারতীয়দের কাছ থেকে গণিত শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয়দের বহু গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।

আল জাজিজ আরো লিখেছেন, 'দৈনন্দিন জীবনে মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে আমাদের মুলুকেও সিন্ধিরা (ভারতীয়) সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল ধারণা আমি এখনও পোষণ করি কারণ সাত বছর আমি আরবে ছিলাম।' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মাদেলিনের গ্রন্থসংগ্রহ ২০০৬ সালের ইজরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্রের আগুনে সবই পুরে যায়।[৫] মাদেলিন শুধু মাত্র প্রাণে বেঁচে যায়। সেইসময় থেকে তিনি শোকগ্রস্থ হয়ে আছেন। তাঁর কাছে গ্রন্থসংগ্রহ রক্তমাংসের মানুষের মত ছিল।

আজ অনেকদিন পরেও আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করি ছোটবেলার ঐ গ্রন্থপাঠ আমার চিন্তাভাবনাকে এখনও সজীব রেখেছে। মাদেলিনের মত আমিও শোকাচ্ছন্ন। আমি যেসব লেখকের কথা বললাম তাঁদের ভারত-দর্শন আমাকে বিমোহিত করে রেখেছে। মুদ্রিত বইয়ের ভারতকথা আমাকে আমৃত্যু উজ্জীবিত করে রাখবে। (ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকড : ফলিং ইন লাভ উইদ ইণ্ডিয়া; টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪)

আমাদের দেশ

লেবাননের মানুষ ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকড-এর আত্মজীবনী আমাদের সমৃদ্ধ করলেও সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরা আমাদের বিধ্বস্ত করে। ক্রিশ্চিয়ানার অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ছবি বদলে যায়। ১৯৮৯ সালে বিশ্বহিন্দুপরিষদ যেদিন কুম্ভমেলায় ধর্মসম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয় বাবরি মসজিদ যা ১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবর (১৪৮৩-১৫৩০) নির্মাণ করেছিলেন সেখানেই রাম মন্দির গড়ে তোলা হবে। প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে জন্ম নেওয়া কল্পিত মহাপুরুষ রামচন্দ্রের নামেই এই মন্দির। এ জি নুরানী (জ. ১৯৩০) রজনী কোঠারী (১৯২৮-২০১৫) অমরেশ মিশ্র ( ) প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা রাম জন্মভূমির কাহিনিকে যতই মিথ্যা ইতিহাস বলুক — এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হল ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও (১৯২১-২০০৪) সরকার নীরব দর্শক হয়েই ছিলেন। মসজিদ হিন্দুত্ববাদীরা ঐ দিন ধ্বংস করে দেয়। মসজিদের যে অংশটুকু ভাঙা হয়নি ২০১০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্ট তা সম্পন্ন করেছিল। পৌরাণিক কাহিনিমালার উদাহরণকে সামনে রেখে পুরো ঘটনার বিশ্লেষণ করেছিলেন বিচারকরা। তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল কল্পিত জন্মভূমি। মূল অংশ করায়ত্ত করল হিন্দু মহাসভা ও নির্মোহি আখর (হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়। ১৯৪৯ সালে তারা আদলতে দাবি করেছিল 'বাবরি মসজিদ'-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না)। আমাদের সংবিধানে ২৫ ও ২৬ ধারা ধর্মাচরণের স্বাধীন অধিকারে এই সিদ্ধান্তের ফলে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। অনেক মানুষ সহানুভূতি ও স্থিতাবস্থার পক্ষে রায় দিলেন। যুক্তি এবং

৪. খলিল জিব্রান ১৯১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর মেরি হাসকেল-এর (১৮৭৩-১৯৬৪) কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন 'আমি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে হতাশ করেছে।' ৩ জানুয়ারি ১৯১৭ আর একটি চিঠিতে লিখেছেন 'তিনি ভারতের সব সৌন্দর্য ও আকর্ষণের প্রতীক। তিনি ঈশ্বরের এক নিখুঁত সত্তা। ১২ জানুয়ারি ১৯১৭ তে তার 'কবিতা আমার সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তার চাবিকাঠি।'

৫. গোলান মালভূমিতে ইজরায়েল লেবাননকে আক্রমণ করে। যুদ্ধটি ৩৪ দিন স্থায়ী হয়েছিল। ১৪ অগস্ট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ শেষ হয়।

ঐতিহাসিক প্রমাণের ঘাটতি মেটাতে ধর্মীয় কল্পনা এবং উচ্ছ্বাসকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন শাসক ও বিচারসভা। রাজনীতিবিদরা জনতাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আইনসভার কক্ষ ত্যাগ করেন। ধর্মগুরুরা ইতিহাসবিদ এবং বিচারকরা ধর্মগুরুর ভূমিকা নিলেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) থেকে সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) একই পথের অনুসারী। ধর্মীয় মানচিত্রে ভারত ও হিন্দুধর্মকে একাসনে বসানোর প্রচেষ্টায় উদ্যোগী। আর এই মতবাদেরই প্রবক্তা হিসেবে হিন্দুধর্মকে বিকৃত নাম ও সংজ্ঞায় যারা অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন তারাই ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ বাবরি মসজিদ চত্বরে চবুতরায় রাম মূর্তি স্থাপন করে প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বিতর্কিত ও বিশেষ ধর্ম অনুসারী দেশ গড়ার তাগিদে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিল। প্রশাসনিক গুরুত্বে ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি 'ধর্ম নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মন্দির উদ্বোধন করলেন। ৭১ একর জমির উপর ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'জাতীয়' সৌধটির কাজ সম্পন্ন হল।

অপরদিকে 'আত্মনির্ভর ভারত'[৬] গড়ার কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ২০২৩-২৪ সালে ১৫,৩৬১ কোটি টাকা ছিল। যেখানে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ মূল বাজেটের ২.৮ থেকে ৩.৫ শতাংশ খরচ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সেখানে আমাদের বরাদ্দ ০.৩৬ শতাংশ। আমাদের ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউণ্ডেশন নামে নবগঠিত সংস্থার এটাই কার্যক্রম। প্রসঙ্গত ২০২৫ এর কেন্দ্রীয় বাজেটে এই ক্ষেত্রে বরাদ্দের কোন ঘোষণা নেই। এই জটিল ও অমানবিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন অশোক মোদি[৭] তাঁর [INDIA IS BROKEN; STANFORD UNIVERSITY PRESS, 2023] বইতে। তিনি লিখেছেন 'আজ ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বেকারত্বের অবস্থায় বাস করে (৮.৬৫ শতাংশ)। জনসাধারণের পণ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু, জল বেঁচে থাকার আশ্রয় বিচার ব্যবস্থা শোচণীয় অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থা কর্মসংস্থান ও ধ্বংস করবে। আগামী এক দশকের মধ্যে প্রয়োজন ২০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কর্মক্ষম মানুষের এটাই সর্বোচ্চ দাবী। কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছনো দেশের পক্ষে অসম্ভব কারণ প্রতি বছরেই ৭-৯ কোটি মানুষ কাজের দাবীতে এগিয়ে আসছে। [PROJECT SYNDICATE; INDIA'S BOOM IS A DANGEROUS MYTH, MARCH 29, 2023]। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন একই মত পোষণ করেন।[৮] অপরদিকে দেশকে আত্মনির্ভর করার কাজে ভারত সরকার ২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র কিনেছে। এই অস্ত্রের মূল যোগানদার ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ইজরায়েল।[৯]

অনৈতিক এই অবস্থার প্রতিবিধানে দেশের প্রশাসকবৃন্দ 'রাম রাজ্য' গড়ার প্রসঙ্গ এনেছেন। রামমন্দির গড়া তারই পূর্বশর্ত। **রাম রাজ্য**-এর কল্পনা গান্ধির। প্রসঙ্গত, গান্ধির আদর্শ রাষ্ট্র রাম রাজ্য কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং নৈতিক মূল্য বোধ, ন্যায় বিচার, সাম্য ও সত্য সর্বসাধারণের জন্য পরিকল্পনায় ছিল। ১৯২৯ সালে 'হিন্দ স্বরাজ' (নবজীবন পাবলিশিং, ১৯৪৬) বইতে তিনি বলেছিলেন; 'রাম রাজ্য বলতে আমি হিন্দু রাজ্য বলতে চাই না। আমি বলতে চেয়েছি ঈশ্বরের রাজ্য। আমার কাছে রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন দেবতা। আমি সত্য ও ন্যায়ের এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করি না।' তিনি আরও বলেন 'আমার হিন্দু ধর্ম আমাকে সব ধর্মকে সম্মান করতে শেখায় এর মধ্যেই রামরাজ্যের রহস্য লুকিয়ে আছে।'

শিক্ষা ও ধর্ম

ধর্মীয় আবর্তে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা স্বাধীনতা পূর্ব ব্রিটিশের সময়কাল থেকেই। ইংরেজরা প্রথমদিকে ভারতীয়দের শিক্ষার প্রয়োজনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালে উইলিয়াম উইলবারফোর্স (১৭৮৪-১৮৫৭)-এর উদ্যোগে ভারতীয় সনদ আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এই আইনের ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল। এই আইন প্রণয়নের

৬. ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৭. অধ্যাপক অশোক মোদি ভারতীয়-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ; প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।

৮. BUSINESS TODAY, January 27, 2024

৯. SIPRI Report, Times of India, March 12, 2024.

আগে ভারতে মিশনারিদের কার্যক্রম যেমন ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তকরণ এবং ভারতে প্রচলিত ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশদের সিদ্ধান্তের কারণ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ যাতে কোনরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। পরবর্তীকালে এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১লক্ষ টাকা বরাদ্দের সঙ্গে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়। যদিও সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ কিভাবে খরচ করা হবে তার নির্দেশ ছিল না। মূলত সংস্কৃতপন্থী ও ইংরাজপন্থীদের দ্বন্দ্বকে জাগিয়ে রাখাই অস্বচ্ছতার কারণ ছিল। [Idioms of Improvement : Brian Hacher O.U.P, 1995] ১৮২৩ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি হোরেস রেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) এর নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৮২৪ সালে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, বেদান্ত, সাংখ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃত কলেজ কলকাতায় স্থাপিত হয়।[১০] রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইংরাজি শিক্ষার গুরুত্বের কথা ব্রিটিশ প্রশাসকদের জানালেন কিন্তু কোন ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত হল না। অবশ্য বেদান্ত শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন। ১৮২৫ সালে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমাবেশে তিনি বেদান্ত কলেজ কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন। সনদ আইনের পরে কলকাতায় অসরকারি তরফে ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সরকারি অর্থ ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে'র (১৮০০-১৮৫৯) দায়িত্ব গ্রহণের পরে কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে এতদিনের আরবি, ফারসি শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। সরকারি ক্ষেত্রে ইংরাজি ব্যবহারের শুরু এই সময় থেকেই। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্তির দাবী ১৮৫০ সালে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) করেছিলেন। তাঁর বেদান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শনের তত্ত্ব প্রশাসকরা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৮৭০ দশকের পর থেকেই এই বাংলায় ব্রাহ্মরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে দীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর এই সময় সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সরে যান। হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে মননশীল রূপ দেওয়ার কাজে উদ্যোগী হলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭-১৯৭১), শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জন। এই সময়কে সুমিত সরকার (জ. ১৯৩৯) চিহ্নিত করেছেন এই ভাবে:

'পুনরুত্থানবাদ তখনই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হল যখন তা আবেদন রাখতে চাইল আবেগের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয় ... অনুপ্রেরণা খুঁজল চৈতন্যের কাছে, মহাকাব্যের কৃষ্ণের কাছে নয়, যে কৃষ্ণকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম। সবার ওপরে দক্ষিণেশ্বরের সন্তসুলভ পুরোহিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্মোহনী প্রভাব ফেলেছিলেন কলিকাতার পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীদের মনে। ... হিন্দু পুনরুত্থান ঘটেছিল এই সব দিয়েই।' এই দর্শনে ঋদ্ধ হয়েই ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ চিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন 'বেদান্ত দর্শনের উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর থেকেই বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি প্রতিধ্বনিত। মনে হয়, তার বহুমুখী পৌরাণিক কাহিনি সহ মূর্তি পূজার নিম্নধারণা বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈন্যদের নাস্তিকতা, প্রত্যেকেই হিন্দুধর্মে সংবদ্ধ।' তিনি এই বার্তা দিয়ে সমাজসংস্কারকে শক্তিহীন করে দিয়েছিলেন। 'তাঁর আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি মিশে ছিল অস্বচ্ছতা। ... তাঁর আবেদনের শক্তি, আর পৌরুষের অর্চনা, অস্পষ্ট জনমুখিতা ও হিন্দু গৌরবের ভাব উদ্রেকের সঙ্গে দেশপ্রেমের এই মিশ্রণ আসন্ন স্বদেশী পর্বে তরুণদের পক্ষে বাস্তবিকই তীব্র মাদক বলে প্রমাণ হয়।' (আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭ : সুমিত সরকার, কে. পি. বাগচী, ১৯৯৫, পৃ ৭০-৭২)

এই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই আমাদের শিক্ষা-বিজ্ঞান পরিকল্পিত হয়। আমাদের শাসকেরা সনাতনী হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রাচীন ভারতের প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন আবিষ্কার করেন গণেশের মূর্তির ধড়ে হাতির মাথার উপস্থিতি দেখে! আর স্টেম সেল প্রযুক্তির হদিশ পাওয়া যায় কৌরবদের জন্মবৃত্তান্তে! এই কল্পিত বিজ্ঞানের অভিষেক হয় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে (১০২ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০১৫)

'বিকশিত ভারত'-এর অনুজ্ঞা হিসেবে বর্তমান ভারতের জাতীয় গ্রন্থগারের মহানির্দেশক যখন ৬২ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে (প্রতিরক্ষা বাজেটের ০.১১ শতাংশ) আগামী দিনে

১০. বারাণসি সংস্কৃত কলেজ বর্তমান নাম সম্পূর্ণনন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণর চার্লস কর্ণওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫) কলেজের বার্ষিক অনুদান ২০ হাজার টাকা করেছিলেন। প্রথম অধ্যক্ষ জন মুইর (১৮১০-১৮৮২)। এ ছাড়া পুণাতে ১৮২১ সালে ব্রিটিশরা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে।

পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস-কে অতিক্রম করার ভবিষ্যদবাণী করেন তখন হাস্যকর মনে হয়। (টাইমস অব ইণ্ডিয়া : ইণ্ডিয়াস হেরিটেজ লাইব্রেরিস ... ; ৬.৮.২৩)[১১]

সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও রামমন্দির স্থাপনার প্রেক্ষাপট থেকেই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও অস্থিরতার বৃদ্ধিতে দেশের বিদ্বজ্জন শঙ্কিত হয়েছেন। দেশের শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ করেছেন। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে ১৯৯২ সালে তৎকালীন সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি ইউ আর অনন্তমূর্তি (১৯৩২-২০১৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬২-১৯৪১) 'গোরা' প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ ও পাঠের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন। এই উপন্যাসেরই একটি চরিত্র আনন্দময়ী যিনি সব রকম গোঁড়ামির উর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও স্বাভাবিক গুণ তাই হল ধর্ম। এই কারণেই উপন্যাসের চরিত্রে এ কথার উল্লেখ করেন 'আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় (গোরা ও রমাপতি) খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাইল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সে তো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল 'ঠাকুর আমরা বলি হরি ওরা বলে আল্লা, কেনো তফাৎ নেই। (গোরা, ১৯১০; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড, পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৫; পৃঃ ৭৩৩)

যে কোন দেশের ইতিহাসই অপর দেশের ইতিহাস থেকে একেবারে আলাদা নয়, কারণ সব দেশের ইতিহাসেরই মৌলিক উপাদান অর্থনৈতিক। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে আমরা ভারতীয়রা সামন্ততান্ত্রিক স্তরেই পড়ে আছি। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি পুরাকালের রাশ টেনেই চলেছে। পাশ্চাত্যের সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ধারায় আবদ্ধ নেই — শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক ক্ষমতা রাজা মহারাজদের হাত থেকে নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের করতলগত হয়েছে। আমাদের দেশে শহুরে সংস্কৃতি গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনচর্যাকে প্রভাবান্বিত করলেও তার গতি মন্থর। একসময়ের যৌথ পরিবার সামাজিক সংঘবদ্ধতা আকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষার বিষয় হলেও তাকে চূর্ণ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিকাশ ঘটছে। ধর্ম মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়েছিল। আর কর্তৃত্ব রাখার জন্যই ধর্মযুদ্ধ হয় পাশ্চাত্যে, হয়েছে আমাদের দেশেও হিন্দুদের বৌদ্ধ বিতাড়নের ইতিহাস ধর্ম যুদ্ধের সামিল। রাজাশশাঙ্ক, ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য সকলেই বৌদ্ধদের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন। এমন কি ধর্মপুস্তকেও অসুরদের বঞ্চিত করার জন্যই কুম্ভমেলার সৃষ্টির গল্প আমাদের পরিচিত। কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপের সামাজিক গঠন যা ছিল এখনও আমাদের দেশে সেই অবস্থা বর্তমান।

ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ১০৯টি দেশের মধ্যে ভারত ৬৬ তম স্থানে। এই জাতপাত ও লিঙ্গ বৈষম্যে রাজনীতি হ্রাস পেলে দেশজ উৎপাদন ও মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে ধর্মীয় বহুত্ববাদ যে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে [Economics of religion in India : Sriya Iyer, Hanerd Umir, 2018] কিন্তু শাসক শ্রেণি থেকে ধর্মগুরুদের অব্যক্ত বাণী — 'এ দেশে নয়, এ যে ধর্মের জন্মভূমি'। বেদই আমাদের পথপ্রদর্শক। বেদভিত্তিক সাম্যবাদই আমাদের পথ।' ম্যাক্সমূলার যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সেক্রেড বুক অফ দি ইস্ট নামে ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে ৫০টি খণ্ডে এশিয়ার ধর্মগ্রন্থের সারসংগ্রহ উপস্থিত করেছিলেন তাঁর বেদ সম্পর্কে অভিব্যক্তি ছিল 'আমাদের মিউজিয়ামে এগুলিকে সম্মানের সঙ্গে স্থান দিতে রাজি, কিন্তু এইগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অবকাশ নেই।' (ভারতের বন্দনা, সমালোচনাও : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দবাজার, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪) বিজ্ঞান ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি একারণেই অনার্য রাবণের সঙ্গে আর্য রামের যুদ্ধই আমাদের উপাস্য। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপর যেমন বসেছে ভূত কালের ভূত।'

জাতপাত ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার মাঝে আমাদের দেশ দীর্ণ বিদীর্ণ হলেও আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত থাকে অনেক

১১. লাইব্রেরি অভ কংগ্রেস আমেরিকার ওয়াশিংটনে ২৪ এপ্রিল ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাজেট ৬৬,৫৯০ কোটি টাকা। কর্মী সংখ্যা ৩,১০৫। সংগ্রহ ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ৩০ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাজেট ৬২ কোটি টাকা। কর্মীসংখ্যা ৩২০। সংগ্রহ ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার।

মহার্ঘ রচনা। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) এখানে অনুরুদ্ধ হয়ে অপরজনের রচনা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। পাঠ নিবৃত্ত করে তিনি এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন; 'আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদনলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তি পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন। ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয় দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বঙ্গে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান।

এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয় — সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে।...

এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা এক জন না থাকিলে সম্মিলন হয় না। কোন ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন।...

সভামণ্ডপের দক্ষিণ এবং উত্তর প্রান্তবর্তী দুইটি প্রশস্ত পটমণ্ডপ হইতে একেবারে দুইটি ভেরীরব বিশ্রুত হইল ... গৌরাঙ্গ পুরুষ তৎক্ষণাৎ আপনার শিরস্ত্রাণ হইতে মহামূল্য হীরণ্য মণ্ডিত সুবর্ণময় মুকুট খুলিয়া অপরের মস্তকোপরি বসাইয়া দিলেন এবং তাহা করিয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সিংহাসনের একটি সোপান নিম্নে আসিবার উপক্রম করিলেন। যুবা উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার উভয় হস্ত ধারণ পূর্বক আলিঙ্গণ করত তাঁহাকে নামিতে দিলেন না।

সভা মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান দ্রষ্টামাত্রেরই চক্ষু বাষ্পাকুলিত হইল — সকলের কণ্ঠ হইতে গদগদ স্বরে ''সম্রাট রাজা রামচন্দ্রের জয় — সাহা আলম বাদসাহের জয়'' এই বাক্য নিঃসৃত হইল।' (স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৭)

মাদেলিন ও ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকড তোমাদের গ্রন্থাগার ইজরায়েলি বাহিনীর ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ব্যথিত। আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার কোনো ক্ষেপণাস্ত্রে নয় দেশি শাসকদের অবহেলায় ধ্বংস করা হচ্ছে। দু'দশকের বেশি গ্রন্থাগার সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রন্থাগার বান্ধবদের প্রচেষ্টা আমাদের রাজ্যে স্বেচ্ছাশ্রমে গড়া গ্রন্থাগারে কোন ইতিহাস ও সমাজ সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে না। সূত্রহীন ইতিহাস রচনায় উদযোগী শাসক সম্প্রদায়। অতীতের ধর্ম নিরপেক্ষতার তত্ত্ব বর্তমান প্রশাসকদের কাছে অগৌরবের। হিন্দুত্বই এই ভূমির ভিত্তি। এই সিদ্ধান্তেই যা আমার দেশে ছিল তার নামপরিবর্তন করে অতি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করাই শাসকের উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনায় কল্পিত জাতীয় উৎসের পুরানো, প্রাচীন রহস্যময় কাহিনির বিস্তারে সচেষ্ট হয়।

ক্রিশ্চিয়ানা আমাদের গ্রন্থাগার সারস্বতচর্চার কেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তবেই তোমার দেখা শাশ্বত ভারত বেঁচে থাকবে। তোমার কথায় ফিরে যাই 'নিজের কিছু করার থাকলে করতে হবে' — এই আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই একমাত্র পথ। আমাদের যাত্রাপথের গান:

'যদি মাতে মহাকাল
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ ওঠে উত্তাল
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত
তালে তার দিয়ো তাল
জয়-জয় জয় গান গাইয়ো।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / তাসের দেশ)

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

বিশ্ব জল দিবস উদযাপন

গত ২২শে মার্চ ২০২৪ শুক্রবার কুমিরকোলা প্যারিমোহন রুরাল লাইব্রেরি চত্বরে এবং পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, স্থানীয় বিদ্যালয় ও রূপসা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশ্ব জল দিবস উদযাপন করা হয়। জলের অপব্যবহার, জল বাহিত নানান অসুখ ও প্রতিকার, সার্বিক জল সচেতনা বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সৌম্য সুন্দর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রন্থাগারের পাঠক-সদস্যদের নিয়ে জল বিষয়ক ক্যুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সকলের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। জনস্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী ডঃ সরোজ কুমার ভট্টাচার্য হাতে কলমে ঘরোয়া পদ্ধতিতে পানীয় জলে আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ ও মুক্ত করার পদ্ধতি স্লাইড প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু সঞ্চালনা করেন শিক্ষক প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল

বিশ্ব কবিতা দিবস পালন

গত ২১শে মার্চ ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ‘‘কবিতা সন্ধ্যা’’ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের যৌথ সমন্বয়ে ও ‘মনন’ পূর্ব-বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে ঐতিহাসিক টাউন হলের সবুজ ঘাসের লনে মুক্ত মঞ্চে পালিত হল বিশ্ব কবিতা দিবস ২০২৪। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো অস্থির পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে বিশ্ব কবিতা দিবস পালনের ডাক দেয়। সেই থেকে গোটা বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা ভাষায় ‘‘দৈত্যদের কাঁধে দাঁড়িয়ে’’ হানাহানি যুদ্ধ বিধ্বস্ত রক্তক্ষয়ী পটভূমিকায় কবিতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনই পারবে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র নায়কদের মনোজগতের পরিবর্তন আনতে। জেলার বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে সমবেত হয়ে চলতি সময়ে দেশ ও বিশ্বের অস্থির সময়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বেঞ্জামিন মোলায়েসি, মায়োভস্কি, অ্যালেন গিন্সবার্গ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শক্তি, সুনীল। বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ-দিনেশ সব একাকার। অধ্যাপক বিতনু চক্রবর্তী, ইতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিষ পাত্র, অংশুমান পাল কুশলদের আলোচনা ও সাহিত্য পাঠ সমবেত কবিদের একতার গণকণ্ঠে পরিণত হয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করছে। সেই উপলক্ষে একটি বই প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা, পরিষদ এবং গ্রন্থাগারকে যারা ভালোবাসেন তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা/প্রবন্ধ পাঠান।

— ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

মহাশয়/মহাশয়া,

প্রথমেই আপনাকে বাংলা নববর্ষের (১৪৩১ বঙ্গাব্দ) শুভেচ্ছা জানাই। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যের সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিরলস ভাবে চেষ্টা করে আসছে। সুদীর্ঘ ৯৯ বছরে অবিভক্ত বঙ্গদেশের এবং স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বহু মনীষী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের কর্মে নিয়োজিত।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ আমাদের প্রাণের প্রিয় এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। আগামী একবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই শতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। সূচনা অনুষ্ঠানটি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সম্মেলন সংগঠিত করা, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, বিভিন্ন স্মারকের প্রকাশ ইত্যাদি। যেহেতু অবিভক্ত বঙ্গদেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই ছিল একমাত্র গ্রন্থাগার পরিষদ তাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশে একটি সম্মেলন/আলোচনাচক্র সংগঠিত করা। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আপনার সুচিন্তিত মতামত লিখে জানাতে পারেন পরিষদের কার্যালয়ে ডাকযোগে বা পরিষদের ই-মেল ঠিকানায়। বিষয় হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করবেন ঃ ''বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ে মতামত।''

আপনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ বা সুচিন্তিত মতামত ছাড়া আমাদের কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্য বা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যদের পক্ষে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সম্পাদন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমরা গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে বেশ কিছুদিন যাবত আপনার পরিষদের সদস্যপদ নবীকরণ করা হয় নি। সদস্যপদই যদি নবীকরণ না করা থাকে তবে পরিষদের বিভিন্ন কাজে আপনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন কি করে? তাই অবিলম্বে আপনাকে পরিষদের সদস্যপদ নবীকরণ করার বা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিষদের একবছরের সদস্যপদের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ ১৫০.০০ টাকা (দেড়শত টাকা), আজীবন সদস্যপদের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা (দুই হাজার টাকা)। একবছরের বেশি সদস্যচাঁদা বাকি থাকলে এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরো ১৫০.০০ টাকা (দেড়শত টাকা) সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের জন্য জমা দিতে হবে। আপনি পরিষদের কার্যালয়ে এসে চেকে বা নগদে অথবা অনলাইনে পরিষদের অ্যাকাউন্টে (বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল) অথবা ফোন পে/গুগ্‌ল পে-র মাধ্যমে (ইন্দ্রাশিস দে ঃ ৮৯৬১৯১০৪৩৭)) অতি সহজেই সদস্যচাঁদা জমা দিতে পারেন। যাঁরা পরিষদের অ্যাকাউন্টে অনলাইনে সদস্যচাঁদা পাঠাবেন তাঁদের জন্য অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া হল ঃ

In favour of: **BENGAL LIBRARY ASSOCIATION**
Account No.: 0087010134155
IFSC: PUNB0008720
Bank Name: Punjab National Bank
Branch: C.I.T. Road (Kolkata)

আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে পরিষদের এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই বিষয়েও আমরা আপনার সাহায্যের প্রত্যাশী। আপনার সাধ্যমতো যেকোন রকমের অর্থ সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব। আপনি পরিষদের কার্যালয়ে এসে চেকে বা নগদে অথবা অনলাইনে পরিষদের অ্যাকাউন্টে (বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল) অথবা ফোন পে/গুগ্‌ল পে-র মাধ্যমে (ইন্দ্রাশিস দে ঃ ৮৯৬১৯১০৪৩৭) অতি সহজেই পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পরিষদের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত সদস্য পাঁচ হাজার বা ততোধিক অর্থ পরিষদের শতবর্ষ তহবিলে দান

করবেন তাঁদের এই রাজ্যে শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আর কোনরকম অর্থ ব্যয় করতে হবে না। যাঁরা পরিষদের অ্যাকাউন্টে অনলাইনে সদস্যচাঁদা পাঠাবেন তাঁদের জন্য অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া হলঃ

In favour of: **THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION**
Account No.: 301402010103376
IFSC: UBIN0530140
Bank Name: Union Bank of India
Branch: Calcutta – Dr. S. M. Avenue Branch

অনলাইনে যেকোন রকমের অর্থসাহায্য বা সদস্যপদ গ্রহণ বা নবীকরণ সংক্রান্ত অর্থ জমা দিলে অর্থ জমা দেবার স্ক্রিনশট হোয়াটস্‌অ্যাপে ৯৪৩২২৯২৭২৫/৮৯৬১৯১০৪৩৭ নম্বরে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ রইল।

পরিশেষে আপনাকে আরেকবার শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তথা শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানগুলিতে সামিল হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই। আশা করি আপনি আমাদের এই উদ্যোগে সামিল হবেন।

নমস্কারান্তে,
জয়দীপ চন্দ
(ড. জয়দীপ চন্দ)
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
দূরভাষঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ
সাইজ ঃ ‘ডবল ক্রাউন’
মুদ্রণ অঞ্চল ঃ ৬” ৭.৭৫
মুদ্রণ সজ্জা ঃ ডি.টি.পি.
মুদ্রণ ঃ অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ	
দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	৩০০০ টাকা
চতুর্থ কভার	৫০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৫০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	৩০০ টাকা

- **প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা**
- **বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।**

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণত ফেরৎ নেওয়া হয় না।

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 4 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy July, 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **Librarians' Day (Editorial), p.3**

  The libraries in the state have been suffering from an acute shortage of staff members, lack of books and infrastructure and reduction of grants. In such a situation only books and libraries, and librarians can stand by children. Contextually, the editor announces the auspicious holding of 34th Librarians' Day on the 13th August, 2023 to mark the 132nd birth anniversary of S. R. Ranganathan at the Chandannagar Rabindra Sabhagriha, organised by BLA, IASLIC and WBPLEA in collaboration with RRRLF, Chandannagar Pustakalaya and Chandannagar Municipality focusing the topic of discussion on role of books and libraries in the development of childrens' mind with the participation of notable personalities. The editorial ends with offering of thanks and gratitude to those who are still come to library, serve the library with heart and soul.

- **Recruitment rules in government sponsored public libraries: an analysis by Debabrata Manna, p.4-11**

  Presently there are 2480 public libraries in the state, out of which there are 13 Govt. libraries, 2460 Govt sponsored libraries and 7 Govt. aided libraries. In the context, the author assesses the orders of recruitment rules in Govt. sponsored libraries issued by the concerned over times revealing existing vacancy status along with staff pattern of three-tier public libraries (Village Library, Town/Sub-Divisional Library and District Library) in order to make clear conception for those who are interested in it.

- **Mass Convention for the development of different types of libraries in W.B., p.22-24**

  BLA and other fellow co-organisations jointly organises a mass convention at the Federation Hall on June 24. 2023 at1p.m. The speaker list in the Convention includes notable personalities of different organisations (13).

- **Mass Convention for the development of different types of libraries in W.B., p.25-27**

  BLA, known as a library-care advocacy platform, published the report on the Mass Convention, organised by BLA in association with several fellow organisations, held at the Federation Hall, Kolkata, on June 24, 2023.

- **Proposals and demands of the mass convention, p.27-28**

  The proposals and demands of the mass convention with regard to

different types of library were put to share with a view to enriching these through discussion.

➢ **Association News, p.21, p. 24, p.29-32**

- **Notices**: celebration of Librarians' Day, 2023 focusing the discussion on role of books and libraries, and librarians for the development of childrens' mind; Online orientation programme at free of cost for competitive exams.
- Council Meeting of BLA on virtual mode was held on January 9, 2022 at its own building to form various committees and sub-committees of the Association.
- Conference of BLA, South 24 Pgs. District Committee was held on September 3, 2023 at the Viveknagar Library, Jadavpur, Kolkata.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- **ডঃ আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ। ২য় সং। ১৯৯৭।
  মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা
- **ডঃ বিমলকান্তি সেন**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিভাগের পরিভাষা কোষ ঃ ইংরেজী-বাংলা ২য় সংস্করণ ২০১৩, মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ঃ ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০।
  মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ঃ ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **The Marquls Qurzon of Dedleston, K. G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint. 1991. Rs. 100
- **Ohdedar, A. K.**
  Research methodology. 1993. Rs. 125.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book classification. 1994. Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K., ed.**
  Library movement in India. 1989. Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extension Dept. 1998. Rs. 12.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Ohdedar, A. K.**
  Research methodology, 1993.
  Price : Rs. 125.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 No. 3 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Barman Roy June 2024

CONTENTS

	Page
Appeal (Editorial)	3
Dr. Reshmi Sarkar	4
Automatic Citation	
Dr. Madhab Chandra Chattopadhyay	9
Some talks about the book production	
Dr. Goutam Mukhopadhyay	11
Library and Information Science as interdisciplinary subject	
Satyabrata Ghosal	16
Bharat Amar Bharat Barsha : book, picture and diversity	
Library Workers' News	22
Association News	23
Obituary	8
English Abstract (Vol-73, No.4; July 2023)	25

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Goutam Goswami 8334043952 (M)**